দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 DEC 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

১৪

সলিমুল্লাহ কলেজে ব্যাপক অনিয়ম

ঢাকার সলিমুল্লাহ কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কলেজের কতিপয় ব্যক্তি ও একটি মহল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরকারী বিধিমালা লঙ্ঘন করিয়া কলেজে বহুবিধ অবৈধ কাজে লিপ্ত। ফলে কলেজটি বর্তমানে ধ্বংসের সম্মুখীন।

একজন কর্মকর্তা- নাগরিকতার সনদপত্র ছাড়াই ১৯৯২ সালে সলিমুল্লাহ কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সালে মাত্র ৩ বছর পর অভিজ্ঞতার ভুয়া সনদপত্র প্রদর্শন করিয়া উচ্চতর স্কেলে অবৈধভাবে সরকারী ও বেসরকারী প্রায় দুই লক্ষ টাকা উত্তোলন করিয়াছেন।

উক্ত কর্মকর্তা তাহার দুর্নীতিকে পাকাপোক্ত করার জন্য ১৯৯৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করিয়া ৯ জন প্রভাষক এবং একজন 'সহকারী লাইব্রেরীয়ান' নিয়োগ করেন। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে একজন প্রভাষক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত আরেকজনকে ইংরেজী বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। লোক নিয়োগের ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে। তাহাছাড়া ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে কলেজ তহবিল হইতে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করার ফলে বর্তমানে কলেজটি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন। অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ফলে কলেজের শিক্ষার মান চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত কলেজের সামগ্রিক কার্যাবলী তদন্ত করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

মোঃ শহীদ হাসান
৭৪, নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।